

চিরবিশ্বস্ত
চিরনৃতন

শ্যাম সুন্দর কোং
জ্যোলেস

আগরতলা • বোয়াজি • উদয়পুর
ধর্মনগর • কক্ষগাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জ্বাগৱণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর



অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 April, 2020

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল, ২০২০ ঈং ■ ৪ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্ৰবাৰ ■ RNI Regn. No. RN 731/57

■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা : রাজ্যে শীঘ্ৰই কমিউনিটি টেস্টিং শুরু হবে, জানলেন শিক্ষামন্ত্রী

গত দশদিনে ইনফুয়েঞ্চা বা শ্বাসকষ্টজনিত রোগও পরিষ্কার আওতায় আসবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।

করোনা সংক্রমণে মোকাবিলায়ী রাজ্যে শীঘ্ৰই কমিউনিটি টেস্টিং শুরু হবে।

আগস্টী ২১ এপ্রিল থেকে রাজ্যের বিজিত প্রাস্ত এই ধৰণের পরিষ্কা শুরু হচ্ছে। এছাড়া উদয়পুর ও দামছাতাৰ সামুদায়ী বেঁধুৰ থেকে দুঁজনে করোনা সংক্রমণৰ রোগী সন্মত কৰা হচ্ছে সেই জায়াৰ এক কিমি বাসাৰে বসবাসকাৰী ১০ শতাংশ মানুবেৰ নমুনা পৰিষ্কা কৰা হচ্ছে। আজ সন্ধৰ্যা সাব্বাদিক সংযোগে শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ ত্ৰিপুৰা সৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জানিয়েছেন।

সাথে তিনি যোগ কৰেন, গত দশদিনে ইনফুয়েঞ্চা বা শ্বাসকষ্টজনিত রোগও পৰিষ্কার আওতায় আসবে। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য পৰিবেৰৰ সাথে যুক্তদৰ ইসেটিং দেওয়াৰে জন্ম কমিটি গঠন কৰা হচ্ছে।

এপিন তিনি বলেন, দুঁজন কৰোনা সংক্রমণ কৰাৰ মধ্যে একজনকে গতকলাই হাসপাতাল থেকে দেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাৰে তাকে প্রাতিষ্ঠানিক কমিউনিটি টেস্টিং সম্পর্কে বিস্তৰিত তথ্য তুলে ধৰে বলেন,

হচ্ছে যুক্তিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

হচ্ছে ৭৬২ জনেৰ। এৰ মধ্যে

৭৬০ জনেৰ নমুনা নেওগেটিভ এসেছে।

এপিনকে, স্টেট সার্ভিসেলো

অফিসাৰ ডাঃ দ্বীপ দেবৰমা

কমিউনিটি টেস্টিং সম্পর্কে

বিস্তৰিত তথ্য তুলে ধৰে বলেন,



বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

এবং দামছাতাৰ করোনা আক্ষণ্টে প্রাপ্ত কৰোনাৰ মধ্যে ১০০% এসেছে।

এপিনকে, স্টেট সার্ভিসেলো

অফিসাৰ ডাঃ দ্বীপ দেবৰমা

কমিউনিটি টেস্টিং সম্পর্কে

বিস্তৰিত তথ্য তুলে ধৰে বলেন,

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি সদস্যোৱাৰ একটি কমিটি গঠন কৰা হচ্ছে। অন্যদিকে, ৭ জন চিকিৎসক কৰেন নিয়ে একটি টেকনিকাল এডভাইজিৰ কমিটি গঠন কৰা হচ্ছে। এই কমিটি প্রযোজনীয় কৰিব।

জেলায় ২০০০টি নমুনা সংগ্রহ কৰা দশমিন্দৰূপে হচ্ছে। অন্যদিকে, ৭ জন চিকিৎসক কৰেন নিয়ে একটি টেকনিকাল এডভাইজিৰ কমিটি গঠন কৰা হচ্ছে। এই কমিটি প্রযোজনীয় কৰিব।

বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চিষ্টাবনান কৰছেন। তাই, তিনি বৃহস্পতিবাবেৰ সাংবাদিক সংযোগে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যতলাল নাথ। তিনি নিজস্ব।

চ

ରୂପେକ୍ଷାରୀମ୍ ହୃଦୟରୀମ୍ ଉତ୍ସନ୍ଧିତ

ରାମାଘରେ ଆରଶୋଳା ନେଇ ତୋ ?



আপনি এক, পাঁচ বা পনেরোতলা
যেখানকারই বাসিন্দা হোন না কেন,
আপনার নিয়দিনের সঙ্গী কিন্তু
আরশোলা। গৃহস্থ বাড়িতে এ হল
অ্যাচিত পরিবারিক সদস্য।
আপনার ভালো লাগুক(!) আর
নাই লাগুক একে সঙ্গে করেই যেন
জীবন চল।

আরশোলা যে কতটা বিমাত্তসুলভ
আচরণ করে তা আমাদের
অনেকটাই জানা। এর প্রভাবে
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে
শারীরিক অসুবিধাগুলির সৃষ্টি হয়
সে সম্পর্কে সর্তক হওয়া আবশ্যক।
আপনি হয়তো বাড়ির বাইরে
অনেকটাই মশলাদার খাবার খেয়ে
থাকেন। তা খাওয়া যদিও স্থায়োর
পক্ষে মঙ্গল নয়। কিন্তু এর জন্য
আপনার ফুড পয়জনিং এর
কোনো সমস্যা হয়নি। অথচ বাড়ির
হালকা খাবার খেয়েই যত সমস্যা
দেখা দিল। কিংবা বাইরেবেড়াতে
গিয়ে খাওয়া দাওয়ার ঘটেছে
অনিয়ম করেছেন। তবুও
অবলীলায় ভ্রমণ সঙ্গে করে ফিরে
এসেছেন শরীর সুস্থ রেখেই। কিন্তু
বাদ সাধল বাড়ি ফিরে সাধারণ
বোল ভাত খেয়েই। হঠাতে কোথা
থেকে যেন শুরু হল পেটের যন্ত্রণা
সঙ্গে বমি, চিকিৎসকের পরামর্শ
নিতে গিয়ে জানা গেল ফুড
পয়জনিং বা কাদ্যে বিষক্রিয়া।
এভৎ তা হয়েছে বাইরের নয় বাড়ির
খাবার থেকেই। সারা বছরটি এ
রাজ্যের মানবদের খাদ্যে বিষক্রিয়া

থেকে নানা সমস্যায় ভুগতে হয়।
এর প্রধান কারণ হল
অপরিশেধিত জল কিংবা যত্নতে
খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস। সামাজিক
জল থেকে যে সমস্যার হি ক্ষয় আ

ଅନେକେରୁ ଜାନା । କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ
ବିଷକ୍ରିୟା ସେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଜଣ ହତେ ପାରେ ତା ଅନେକେଇ ହୃଦୟ
ତୋଳାକ୍ଷା କରେନ ନା । ବିଶେଷତ ଯଦି
ହୟ ବାଡ଼ିର ଖାଦ୍ୟର ତାହଲେ ଅନେକ
ସମୟରୁ ଆମରା ଚୋଖ ବୁଝେ ଖେଯେ
ଥାକି । କିନ୍ତୁ ସେଟି ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଠିକ
ନାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଜରୁବରି । ଏକେକିଏ

গুরাবে অত্যন্ত জরুরী। একেন্দ্রিক
ওপুম্বাৰ পচে খাওয়াৰ কথাই বলা
হচ্ছে না। এৰ বাইৰে আছে বিভিন্ন
পোকা মাকড় এবং অবশ্যই
আৱশ্যোলা নামক জীবটিৰ
দৌৰান্ত্য। ফুড পয়জনিং এ মাছিৰ
যমন বিৱাট ভূ মিকা আছে,
আৱশ্যোলাৰ কিন্তু একেন্দ্রিক
কোনো অংশে কম পিছিয়ে নেই।
মাছিৰ ক্ষেত্ৰে আমৰা হ যত দৃশ্যত
ব্যাপৱারটা উপলব্ধি কৰতে পাৰি।
পক্ষাস্তৰে আৱশ্যোলাৰ পদচাৰণা
হয়ে থাকে নিশ্চদেক নীৱৰণে, এবং
বাতেৰ অনুকৰণে।

ৱানাঘৰ হয়ত আপনি যথেষ্ট
পৰিচ্ছন্ন রাখাৰ চেষ্টা কৰেন।
কাথাও কোনো খাবাৰেৰ টুকৰো
পড়ে থাকতে দেন না। তাই আপনি
নিশ্চিন্ত থাকেন যে আপনাৰ
হেস্লেৰ অস্তত আৱশ্যোলা নামক
জীবটিৰ কোনোই অস্তিত্ব নেই।
পাশাপাশি সেই আপনিই হয়ত
পৰিবাৰেৰ কোনো সদস্যদেৱ
পেটৰ সমস্যা কেন হল তা নিয়ে
দৃশ্যিত্বায় পড়তে পাৱেন না।
বাইৰে থেকে নিকাশি পাইপেৰ
ভেতৱ দিয়ে এসে সে নিশ্চিন্তে
সঁধিয়ে যায় পৰিচ্ছন্ন হেস্লেৰ
অনুকৰণ কোণে। পৰিশেষে অত্যন্ত
সুৰক্ষিত ভাবা স্বত্বেও রান্ধাঘৰেৰ
বাসনপত্ৰে বেন মাৰাঞ্চক জীবণু
হড়িয়ে বেড়ায়।

সুরাম্বিতে অনেকেরই গা শিউরে
ছিল। যত শৈঘ্র সম্ভব সে স্থান
গঙ্গও করেন। ফলত এরা তাদের
মাজ বিস্তার করে চলে, এবং
তিসাধন করতে সক্রিয় হয়ে
ঠ।
রশোলা এমন একটা জীব যে
না মসজুদকেন্দ্র পরিবেশে টিকে

না সম্মতৰকম পারিবেশে তকে
কতে সফল। রাখায়রের আনাচে
নাচে, এঁটো বাসনপত্র এমনকি
জের মধ্যেও। এসব জয়গায় সে
কেবলমাত্র বিচরণ করে তাই
। পাশাপাশি বাসা বাঁধে এবং
শিল্প বিস্তার করে। সঙ্গে বিষতিয়া
ড়িয়ে দিতে সক্রিয় হয়।
রশোলার সংস্পর্শে খাদ্য এলে
থেকে যে ধরনের ফুড পয়জানিং
তার চরিত্র আলাদা সাধারণ
কটেরিয়া জাতীয় ফুড পয়জানিং
কে। যা একমাত্র চিকিৎসকদের
ক্ষেই বোবা সম্ভব। সাধারণত
রশোলা জাতীয় জীব যে ধরনের
বাণু বহন করে এবং তা থেকে
বিষতিয়া হয় তার চরিত্র
নেকটাই আন্তরিকের ন্যায়।
ক্ষেত্রে সঠিক কারণ নির্ণয় করা
নক সময়ই অসুবিধা হয়। ফলে
কিঃসাতে দেরিও হয়ে যায়। তাই
পেটের সমস্যা যদি বেশ
কয়কদিন ধরে চলে তাহলে সম্ভৱ
কিঃসকের সঙ্গে মোগায়োগ করা
যাজন। কারণ এই জাতীয় জীব
কে যে পেটের সমস্যা হয় তা
স্ত সাধারণ ওযুধ খেয়ে সারবে
বলেই চিকিৎসকের মতামত।
ক্ষে করে দেখে থাকবেন এই
চেষ্টি যেখানে খুব বেশি আলো
খানে থাকতে পছন্দ করে না।
যুবের উপস্থিতি এবা খুব সহজেই
হয় পায়। তবে কাবরণে এবং পাকাব
কা আ
হৈ
আ
কর
স্থা
চাঁ
আ
আ
আর্ম
ছড়
ফু
পা
মার
আ
হে
আ
বার্ম
হৈ
খাদ
প্রদে
কর
থার
না
বাধ
কর
সং
খে
নিম
দে
এত
হৈ
সং

বেছে নেয় অন্ধকার স্থান। আর
ই এরা বেছে নেয় রান্নাঘরে।
বর কাজের শেষে অন্ধকার
ই এরা স পরিবারে বেরিয়ে
। আপনি হয়ত কোনো
গ রাতের অন্ধকারে রান্নাঘরে
আলো জ্বালালেন তখনই
র উপস্থিত টের পাবেন।
র এও দেখবেন যে আলো
লেই সব কোথায় যেন লুকিয়ে
ছ।

চৰিতা অনুকূলারেই থালা বাসনের
চলে এদের ক্ৰিয়াকলাপ।
লে এৱা এমন স্থানে চলাচল
যে সব স্থান স্থানের পক্ষে
কৃত নয়। আৱ তাৱই প্ৰভাৱ
য়ে পড়ে খাদ্য প্ৰস্তুত এবং
বেশনেৰ সামগ্ৰীতে। আৱ
না কাৱণে যদি প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য
কা থাকে তাহলে তো কথাই
হামলে পড়ে সে পৰিবাৱেৰ
যাস্বজন নিয়ে। যদি কোনো
গ গৃহস্থৰ গোচৱে ঘটনাটা না
তাহলে সহজেই অনুমোদ কী
পারে ওই খাবাৰ পেটে গেলে।
নি পছন্দ কৰুন আৱ নাই
আৱশ্যোলা আপনাৰ বাড়িতে
সদস্য হিসেবে বাস কৱতে
বৈ। একটা পুৰ্ণ বয়স্ক
সালা তাৱ জীবদ্ধশাৰ্য অসংখ্য
শালাৰ জন্ম দেয়। তাৱা কিন্তু
ৱই সক্ৰিয় হয়ে ওঠে বিষক্রিয়া
ত। এদেৱ থেকে শুধুমাৰ যে
পয়জনিন হয় তাইই নয়
পাশি টাইফণেডেৱ মতো
ঘৰ রোগণ হতে পাৱে। তাই
শোলাৰ উ প্ৰদৰকে মতো
ফলা কৰালৈ চলাৰ না।

শেখো মুক্তি দ্বাবে না।
শালা থেকে মুক্তি পাবার উপায়
বর অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে
। রান্নাঘরের সিঙ্গ এবং
প্রস্তরের জায়গা পরিষ্কার রাখা
জন। ডাস্টবিন রোজ পরিষ্কার
জরুরি। এবং তা যেন ঢাকা
। রাতে খাবার যেন আটকা
থাকে। বন্ধ জায়গায় রাখা
যৌবন। সে সঙ্গে ফ্রিজ ও পরিষ্কার
উচিত নিয়ম মেনে। পুরানো
দপত্র, বই বা ম্যাগাজিন যেন
অবস্থায় না থাকে। আরশোলা
। স্পেশ ব্যবহার করতে হবে
লেই। বোরিক অ্যাসিড ও
য়া আদর্শ। তবে লক্ষ্য রাখতে
তা যেন কোনোভাবেই শিশুদের
শর্ণে না আসে।

সাহেব বিবি গোলাম



দুর্ভাগ্য
নি। কিন্তু
মনে হয়
কিটি কিলার
আমরা
গল্পটা
ওয়ার্ক
র বয়স
থেবেন্ট
ফার্মাপ
বাজানো
ন খুনি
শিখতে
ই খুনির
ই তখন
কিভাবে
চালাতে
রহাতের
সতর্ক,
আমার
নতুনত্বে
ঝর্তুক
ভিক্ষালী
প্রবীণ

সময়ে দুদাস্ত ছাব হল সাদে
গোলাম। সাহেব বিবি
ছবির টেলার লধে অ
অভিজাত শপিং মলের
হলে এমন কথাই ব
অভিনেতা অঞ্জন দন্ত।
আরো অনেকে। ঝর্তুক চ
স্বষ্টিকা মুয়োপাধ্যায়, পড়ে
বিগ্রহ চট্টো পাধ্যায়।
পরিচালক প্রতিম ডি
গীতিকার ও সুরকার অনুপ
পরিচালক প্রতিম জানালে
অধ্যায় ছবির পর সাহেব
গোলাম ছবিটা তৈরি ক
অসাধারণ মেকিং।
হয়েছেন অঞ্জন দন্ত,
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান
কিলার। বিবি হয়েছেন
গৃহবধু। গোলাম হয়েছেন
ট্যাঙ্কি
ড্রাইভার।
তিনজনের গল্প। জন
ড্রামাটিক থিলার। দর্দবর্ত

বাবাৰ
লালাম
ৱেৱেৰ
নেমা
লেন
বলেন
ব্বতী,
মিত্ৰ,
ছবিৰ
গুণ্ঠ।
ৱায়।
, পাচ
বিবি
লাম।
হাহেব
কজন
ট্যাঙ্ক
স্তিকা,
ঝত্তিক
জমাট
ভন্নয়।

অনুপমেৰ চারচে গান
মিলিয়ে অসাধাৰণ ছবি ব
পাৰি। দৰ্শকদেৱ ভালো ল
ট্যাঙ্কি ড্রাইভাৱেৰ নাম জা
ঝত্তিক জানালেন প্ৰথম
ধৰনেৰ চৰিত্ৰে অভিনয় কৰ
জাভেদ মূলত প্ৰে
ঘটনাচক্ৰে সাহেব ও বিবিৰ
তাৰ দেখা হয়। তাৰ পৰ
এগিয়ে চলেছে নিয়ম ম
পৰ্ণো মিত্ৰ ছবিতে গুৱ
চৰিত্ৰে অভিনয় কৰেছেন
অভিনীত চৰিত্ৰে নাম র
পৰ্ণোৰ কথায়, রঞ্জি খুব
মানুষ। বেশি বয়স নয়।
অথবা চৰিবশ। অত্যাধি
প্ৰযুক্তিৰ নাগপাশে বন্দি। নি
নভৃত জগৎ ছেড়ে বেৱৰতে
না। হঠাই একদিন তাৰ
দেখা হয় জাভেদেৱ। তৈরি
সম্পৰ্ক। স্বস্তিকা মুখোপ
ছবিতে একজন গৃহবধু।
অভিনীত চৰিত্ৰে নাম ব

সব
তে
বে.
দে।
এই
ম।
ক।
ন্তে
গল্প
তা।
পূর্ণ
তার
মি।
কা
ইশ
নিক
জর
চায়
ন্তে
হ য
য়ায়
তার
য়া॥

খাওকার কথায়, সাহসা চারঢ
জীবনে প্রথম এই ধরনের চরিত
অভিনয় করলাম। বেশ কিছু
নাচের দৃশ্য রয়েছে সেগুলো
আমায় শিখতে হয়েছে। একজন
গৃহবধু, যার নিজস্ব ইচ্ছা স্বপ্ন
পুরণের কথা রয়েছে ছবিতে
যে নিজে ব্যক্ত করেছে সবটাই
আর চরিত্রে গভীরে ঢেকার জন
যে হোমওয়ার্ক করতে হয় কে
হোমওয়ার্ক আমি কোনোদিনই কর
না। শুটিংয়ের সময় ত্রিভান্ট পে
যেভাবে পরিচালক বলেছেন
সেভাবেই অভিনয় করেছি। আচাড়
পরিচালক বুঝ স্থানীয় ফলে কোনে
অসুবিধা হয়নি। অনুপম রায়
জানালেন, গান এসেছে সিকেরেক
বুৰো দৃশ্য বুৰো— থিলার বা গল্পে
সঙ্গে সমরোতা করে গান তৈরি
হয়নি। বিনোদনমূলক থিলার
জমজমাট অ্যাকশন, নিখাদ প্রে
দেখার অপেক্ষায় সিনোপ্রেমীরা
(সৌজন্যে— সাঃ বাঃ)

অকাল্ট বিডিং এর সমস্যা

পাড়ার একবাবু এতদিন বেশ
ভালোই ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন
ধরে দেখা যাচ্ছে একটুতেই যেন
কেমন ঝুঁস্ট হয়ে পড়েছেন।
হাঁটতে গিয়ে বেশ দুর্বলবোধ
করছেন আর সেই সঙ্গে যে
কোনও কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে
আনন্দও যেন আগের মতো আর
তেমনটি পাচ্ছেন না। একই সঙ্গে
দেখা দিয়েছে সারা শরীরে একটা
ফ্যাকাশে ভাব আর ত্বকের
উজ্জ্঳িতাও যেন ধীরে ধীরে করে
আসছে। অবস্থা বেগত্তিক দেখে

বীয়ানের পরামর্শমতো নানা
ব্যান নীরিক্ষাও করালেন।
টেস্ট করার পর ধরা পড়ল
যে তিনি রক্তচাপাতায়
হন। কিন্তু কিছুতেই
তার আসল কারণ খুঁজে
গেল না। বহু পরীক্ষা
পর পর শেষ মেশ ধরা পড়ল
ল বা পায়খানা দিয়ে
বুরুর রক্ত ধীরে ধীরিয়ে
। কিন্তু তিনি কোনওরকম
পাচ্ছেন না। এটা হল এক
গুপ্ত রক্তক্ষরণ বা অকালট
লিডিং। এই অসুখটি হল ডাক্তারি
ভাষায় অবস্থিতির অকালট
গ্যাসট্রেইনটেস্টিনাল লিডিং।
কেউ কেউ আবার ব্ল্যাক স্টুল
উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভরতি
হন। এক্ষেত্রে শরীরের রক্ত অস্ত্রের
মধ্যে কোনও এক অজন্ম ফুটো
দিয়ে ধীরে ধীরে বের হয়ে যায়।
নানা ধরণের পরীক্ষা নীরিক্ষার
পরও ঠিক কোন জায়গা দিয়ে
রক্তক্ষরণ হচ্ছে তা কিছুতেই ধরা
যায় না। এটাও কিন্তু এক ধরণের
গোপন বক্তৃত্বণ—ডাক্তারি ভাষায়
এর নাম অবস্থিতির ওভার
গ্যাসট্রেইনস্টিনাল লিডিং। অর্থাৎ
গুপ্ত রক্তক্ষরণ বা অকালট লিডিং এর
কারণ প্রধান দুধরণের হয় যথেষ্ট
অবস্থিতির অকালট গ্যাসট্রেইন
টেস্টিনাল লিডিং। এই অকালট
লিডিং বা গুপ্ত রক্তক্ষরণ সম্বন্ধে
বিশেষভাবে আলোচনা করেছে এই
গ্যাসট্রো এন্টারলজিস্ট।
অস্ত্রের মধ্যে রক্তক্ষরণের কারণে
এবং গুপ্ত রক্তক্ষরণের কারণে
মধ্যে বিশেষত কোনও তফাত
নেই।

ବ୍ୟାଗ ମେକଣାପ



প্রাকৃতিক নিয়মে প্রকৃতির রঙমঞ্চে
বর্ষার আগমন ঘটে গেছে। মাঝে
মাঝে বৃষ্টি হলেও গরম থেকেও
রেহাই নেই। এই সময়ে কোনো
অনুষ্ঠান বাড়িতে যোগ দিতে হবে
শুনলেই চিন্তায় পড়ে যাই আমরা।
বিয়ে বাড়ি বা পার্টি যে কোনো
আঙ্গনাতেই নিজেকে অপরদপা
দেখতে কার না ভালো লাগে।
মুখের খুঁত থেকে নিজেকে
অপরদপা দেখতে কার না ভালো
লাগে। তবে এই সময় আর্দ্রতা
বেশি থাকায় প্রচুর পরিমাণে ঘাম
হয় বলে অনেকেই মেকআপ
থেকে সাত হাত দূরে থাকেন।
অন্যের চোখে স্পষ্টসুন্দরী হতে
চাইলে মেকআপকে দূরে না সরিয়ে
সঠিক প্রসাধনী সামগ্রী দিয়ে
মেকআপ করাই শ্রেষ্ঠ কিভাবে

মেকআপ করবেন এই বর্ষায় তারই
খোঁজ এবারের রূপচর্চায়।
সাজগোছ করার আগে সবসময়
মাথায় রাখতে হবে বর্ষা মানে নো
হেভি মেকআপ নো হেভি
ফাউন্ডেশন। পার্টি, নিম্নলিখিত বাইয়ে
বাড়ি থাকলে সবাই কমবেশি
মেকআপ করেই থাকি আমরা। এই
সময় আর্দ্রতা এত বেশি থাকে যে
ভীষণ পরিমাণে ঘাম হয়। ফলে
মেকআপ গলে যাবার সম্ভবনা
থাকে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে
মেকআপ করুন। স্যাঁতেসেঁতে
আবহাওয়ার জন্য এই সময়
কালারফুল জামাকাপড় পরবেন।
মেকআপে ব্যবহৃত সামগ্রীও
কালারফুল বাছবেন। প্রথমেই স্কিন
টেইপ অনুযায়ী ক্লিনজার দিয়ে মুখ
ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন,

ডক্সেল রিম্বুভ হবে। টোনার
গাবেন এরপর। তেলাক্ত হকের
ধিকারীণীরা ওয়াটারবেসড
য়েশচারাইজার লাগান। আর খুব
ক হকের অধিকারীণীরা
ম্বেসড ময়েশচারাইজার
বহার করুন। ফাউন্ডেশন না
গালেই মগ্নল। বরং
লতেলভাব কাটানোর জন্য
ডার দিয়ে হালকা পাফ করে
বেন। চোখের সৌন্দর্যই মুখকে
কথগীয়া করে তুলে। তাই চোখের
কাটাপের ক্ষেত্রে ওয়াটার
জিস্ট্যান্ট কাজল লাগাবেন।
শকারাও হবে ওয়াটার
জিস্ট্যান্ট। বৃষ্টির জল লাগলেও
ল যাবার সম্ভাবনা থাকবে না।
লারফুল পাউডার বেসড
ইশ্যাডো বাছবেন। ব্রাউন, রেড,

৩, বুকালারের আইশ্যাড়ো খুব
না লাগবে। এবার ব্লাশ অন
ৱার করতে হবে। ক্রিমবেসেড
আই লাগাবেন। এই সময়
পিংক, ব্রাউন কালার খুব
না থাকে। ভালো ভাবে স্মার্জ
দেবেন। আভাস থাকবে কিন্তু
না যাবে না। আইব্রোতে
না কিছু না লাগালেই ভালো।
যদি প্রয়োজন হয় তাহলে
সিল দিয়ে হালকাভাবে শেপ
নিতে পারেন। ট্রাঙ্গপারেট
চারা লাগালে তা সেট হয়ে
।

ও ঘোষণার কথায় আসা। আপনার সাজ অসম্পূর্ণ ক যাবে যদি না আপনার ককে সুন্দরভাবে রাঙাতে রেন। লিপ লাইনার দিয়ে ভাবে ঠোট এঁকে নিয়ে রেড, অরেঞ্জ, পিচ কালারের স্টিক লাগাতে পারেন। তবে যেন প্লাস না হয়ে। লিপগ্লাস বারেই চলবে না। যদি খুব মনে হয় তাহলেই হালকা প্লাস লাগাবেন। যাদের গায়ের গলো তারা পিংক মেরুন এ বরে লিপস্টিক লাগবেন না। আ ডার্ক লাগবে। বরং পিংকিশ অর্থাৎ পিংক ও ব্রাউন দুটো নেশন করে লাগালে ভালো বে। অবশ্যে মেকআপ র ব্যবহার করতে হবে। যেট হয়েছে, স্টোকে কম করে তরো ধন্তা স্থায়ী রাখতে

করে মেকআপ ফিল্মার।
ত্বে যাদেরকে প্রতিদিন
হ্যাত তারা ঠোঁটে ভাইট
বর লিপস্টিক লাগাবেন।
তেল শেডের আইশ্যাডো
চ পারেন। কাজল পরতে
। সর্বোপরি কালারফুল
গাপড় পরবেন। তবে কটন
ফেরিক থেকে দূরে থাকুন।
কনের ক্ষেত্রে বা বর্ষার
কোনো পার্টিতে যোগ দিতে
ওথউ মাত্র পাউডার পাফ
চলবে না। তাই এক্ষেত্রে
র রেজিস্ট্যান্ট মেকআপ
করতে হবে। ওয়াটার
ট্যান্ট ফাউন্ডেশন,
র সবই লাগাবেন। শেষে
প ফিল্মার লাগাতে ভুলবেন
। ফাউন্ডেশন শুমাত্র মুখে
ল হবে না, বরং খোলা
যেমন গলা, ঘাড় ও হাতে
ত হবে। তা না হলে
নের ফারাক বোঝা যাবে,
বিশী লাগবে।

পোশাকের সঙ্গে
রঙিন ফুল দিয়ে
করে দেখতে পারেন।
পার্টির বা অনুষ্ঠানের
যে উত্তরেন আপনি তা
ঠিক থাকবে, সে সঙ্গে তাকের গিঃ
করে মেকআপ করলে
টায় খুঁত ঢেকে ফেলা
তে মনি যত্ন করেই
তুলে ফেলতে হবে।
লাগছে এই অজ্ঞাত
মেকআপ না তুলে
তে যাবেন না। এর
ত হবে আপনাকেই।
ফিরে হানি ক্রিম দিয়ে
লে ফেলবেন। হাতের
নি ক্রিম না থাকলে
তল, আমান্ড বা অনিভ
লেও হবে। মেকআপ
রার ক্ষেত্রে তেল
আদর্শ উ পকরণ।

ওয়াটারবেসড ময়েশ্চারাইজার
লাগাবেন। কেননা বর্ষাকালে স
ক্ষিঁগাই তেলতেলে ভ লাগে। তার
ময়েশ্চারাইজার মাস্ট। ক্ষি
ভালো থাকবে, ওয়াটার ব্যালেন্স
ঠিক থাকবে, সে সঙ্গে তাকের গিঃ
এইচ ব্যালেন্সও বজায় থাকবে
যাদের ভক খুব শুক তার
অয়েলবেসড ময়েশ্চারাইজার
লাগাববে।

গায়ের রং কি ধরনের গোশাব
পরবেন তার উপর নির্ভর করে
মেকআপ কেমন হবে। লোকান
কিটস ব্যবহার না করে ঝ্যাঙ্গেড
মেকআপ বা প্রফেশনাল
মেকআপ ব্যবহার করাই ভালো
বর্ষার মেকআপের সন্ধান দেওয়ার
হল। এবার আর শুধু বিটারি
পাল্লারে নয়, নিজেই নিজে
সৌন্দর্যের কান্দারি হয়ে খুঁত ঢেকে
যে কোনো অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হবে।





বৃহস্পতিবার পশ্চিম প্রতাপগড়ে অগ্রিকাতে একটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যাব। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউন নিয়ে সেনাবাহিনীর অন্দরে দিশা নির্দেশ জারি

নয়াদিলি, ১৬ এপ্রিল (ই.স.): গোটা দেশজুড়ে চলছে বিত্তীয় পর্যায়ের লকডাউন। এই লকডাউন মেনে চলার জন্য কঠোর নির্দেশিকা নিজেদের কর্মসূচির জন্য জারি করালো সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর তরফে প্রকাশিত দিশা নির্দেশ অনুযায়ী সেনার অধীনে থাকা সকল প্রতিষ্ঠান, ছাতুনি, প্রকাশ কার্যালয়েগুলিতে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত 'নৈম মুক্তভূমি' অর্থাৎ গতিবিধি বন্ধ হিসেবে পালন করা হবে। কেবলমাত্র জরুরী কারণ থাকলেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যাব। এই কানুন সেনা কার্যালয়ের ভেতরে সেনা জওয়ানদের তাদের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। দেখুন কেবল ক্ষেত্রে পাই থাকি।

